বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব স্পীকার,

আপনার সদয় অনুমতি নিয়ে এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করার সুযোগকে আমি একটি দুর্লভ সম্মান হিসাবে বিবেচনা করছি। এর কারণ দুটি। প্রথমত, ১০ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর এই স্বল্প সময়ে দেশনেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্বে এবং তাঁর সক্রিয় এবং মূল্যবান দিক নির্দেশনায় সুষ্ঠু, বাস্তবসম্মত এবং যুগোপযোগী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে জাতির জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি পুন:প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি। দ্বিতীয়ত, এ বছরের বাজেট নিয়ে নয় বার এই মহান সংসদে বাজেট পেশ করার বিরল সুযোগ আমি পেয়েছি।

জনাব স্পীকার,

২। আজকের এই গৌরবময় মুহূর্তে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে। তিনি ছিলেন স্বাধীনতাযুদ্ধের নিবেদিতপ্রাণ বীর মুক্তিযোদ্ধা, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের দূরদর্শী প্রবক্তা এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রবর্তক। এই মহান নেতা অত্যন্ত নির্মমভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে শাহাদাত বরণের দিন পর্যন্ত অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। তিনি সূচনা করেছিলেন বহুবিধ উদ্ভাবনীমূলক পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম, জনগণকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন অর্থনৈতিক মুক্তির, মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার। তাঁর আদর্শ, চিন্তা, চেতনা এবং নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নানা ষড়যন্ত্র এবং বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে অবিচল থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব, সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে এই অঙ্গীকারের প্রমাণ রেখেছেন এবং জনগণের অকুণ্ঠ আস্থা অর্জন করেছেন। আমরা আশা করি আমাদের আগামী বছরের বাজেট হবে এই অঙ্গীকারের সপক্ষে আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জনাব স্পীকার,

৩। বর্তমান সরকারকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বহুবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের অর্থনীতিতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের নিকট থেকে একটি অত্যন্ত নাজুক ও ভারসাম্যহীন অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমরা পেয়েছিলাম। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি সরকার কর্তৃক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল তা পরবর্তীতে নব্বই দশকের শেষার্ধে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্থবির হয়ে পড়ে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা, সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দারিদ্র নিরসনের গতি ব্যাহত হয় এবং সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আশংকাজনক নৈরাজ্য। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক হবে। উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে " Much of the sustained economic progress made during the 1990s can be attributed to the wide-ranging reforms introduced in the early 90s by the BNP government to remove the plethora of controls on economic activities and establish the private sector as the engine of growth....Under growing political pressure, however, the pace of reforms began slowing towards the middle of the 1990s...Most observers believe that economic growth and poverty reduction could accelerate if the country were to undertake significant structural reforms in the areas of governance, state owned enterprises, financial sector and infrastructure" (নব্বই দশকে যে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আতিশয্য দূর করা এবং বেসরকারি খাতকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ দশকের শুরুতে বিএনপি সরকার কর্তৃক সূচিত ব্যাপক সংস্কারের ফল। ....ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চাপে নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে (আওয়ামী লীগ শাসনামলের প্রারম্ভ থেকে) এসে সংস্কারের গতি শ্লথ হতে শুরু করে।... অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন যে, শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক খাত ও অবকাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণে সমর্থ হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসন ত্বরান্বিত হত)।

জনাব স্পীকার,

৪। ২০০১-০২ অর্থ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত শেষ বাজেট এবং তাদের অনুসৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নীতিতে ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে আমরা সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুন:প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছিলাম। সমগ্র বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে আমরা সক্ষম হয়েছি। বর্তমান বছরের চ্যালেঞ্জ ছিল এই সাফল্যকে সুসংহত ও সম্প্রসারিত করা, এই ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি টেকসই ও যুগোপযোগী মধ্যবর্তী উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হয়েছি। এ ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য দেশে ও বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই স্বল্প সময়ে সরকারের সাফল্য সম্পর্কে সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত উন্নয়ন ফোরামের সভা শেষে প্রকাশিত তথ্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয় “Participants of the Bangladesh Development Forum commended Bangladesh's recent progress in achieving macroeconomic stability, reviving important reforms and preparing a sound poverty reduction strategy. There was broad agreement that reforms introduced during the past eighteen months had resulted in a strong economy and had established a solid foundation for accelerating growth and poverty reduction".(বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামে অংশগ্রহণকারীগণ সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারসমূহ পুনরায় চালু করা এবং একটি ভাল দারিদ্র নিরসন কৌশল প্রণয়নে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন। এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বিগত আঠার মাস সময়ে সূচিত সংস্কারের ফলে অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের একটি মজবুত ভিত্তি রচিত হয়েছে)।

৫। এ প্রসংগে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এক পত্রে জানিয়েছেন "The Government is to be commended on its efforts since taking office toward stabilizing the economic situation, establishing sound fiscal and monetary policies and reviving structural reforms....IMF will do all it can to support Banglaldesh's effort to move onto a path of higher sustainable growth with faster poverty reduction." (সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর

থেকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, সুষ্ঠু আর্থিক ও মুদ্রানীতি প্রতিষ্ঠা ও কাঠামোগত সংস্কার পুনরায় চালু করার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য প্রশংসা পেতে পারে। উচ্চতর টেকসই প্রবৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় আইএমএফ যতদূর সম্ভব সহায়তা প্রদান করবে)।

জনাব স্পীকার,

৬। আপনার মাধ্যমে আমি মহান সংসদের সদয় অবগতির জন্য পুনর্ব্যক্ত করতে চাই যে, বিএনপি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি, দারিদ্র নিরসন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য সংস্কার কার্যক্রমে বিশ্বাস করে। আমাদের অনুসৃত সংস্কার ও উন্নয়নের ধারা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অব্যাহত রাখা হলে দেশ সমৃদ্ধির পথে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে সক্ষম হত। বলাবাহুল্য, সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হলে তা পুন:প্রতিষ্ঠা করা অনেক কষ্টসাধ্য। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনে জনগণের বিপুল ও অবিস্মরণীয় ম্যান্ডেটের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বর্তমান জোট সরকার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জনগণের অকুণ্ঠ আস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে জাতির জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত সৃষ্টির লক্ষ্যে সার্বিক সংস্কার কর্মসূচি পুন:প্রতিষ্ঠা করেছে।

উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন কৌশল

জনাব স্পীকার,

৭। আমি মহান সংসদের সদয় অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, আমরা দেশের বিভিন্ন পেশার এবং সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে প্রণয়ন করেছি একটি তিন বছর মেয়াদি ‘‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন’’ পরিকল্পনা। আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে, আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং আমাদের ভবিষ্যত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা নিজেরাই এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। এতে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের আশা-আকাঙ্খা, ব্যক্ত করা হয়েছে কী কৌশল অবলম্বন করে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করব। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত Millenium Development Goal এ সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনের যে অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে এবং বিএনপি’র নির্বাচনী ইশতেহারে যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে তারই আলোকে আমরা তৈরী করেছি আমাদের তিন বছর মেয়াদি ভবিষ্যত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা

বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত করা হচ্ছে তিন বছর মেয়াদি আবর্তক বিনিয়োগ কর্মসূচি। Millenium Development Goal এর মূল বিষয়গুলো হচ্ছে:

(১) ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে হ্রাস করা;

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগের বৈষম্য দূর করা;

(৩) সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;

(৪) শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার, এবং অপুষ্টির হার যথাক্রমে ৬৫ শতাংশ, ৭৫ শতাংশ এবং ৫০ শতাংশ হ্রাস করা।

৮। এ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা যে নীতি অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন করব তা হচ্ছে:

(১) দারিদ্র নিরসনে সহায়ক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(২) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান সহায়ক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যবস্থা এবং সুযোগকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কাছে সহজলভ্য করা;

(৩) নারীর অগ্রগতি নিশ্চিত করা এবং নারী পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করা;

(৪) লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৫) সর্বক্ষেত্রে সুশাসন এবং অংশীদারিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা।

জনাব স্পীকার,

৯। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদি সমন্বিত সমষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো আমরা প্রণয়ন করেছি। সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আগামী অর্থ বছরে ৫.৫ শতাংশ এবং ২০০৫-০৬ সাল নাগাদ ন্যূনতম ৬.৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে এবং মূল্যস্ফীতি ৪ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়/জিডিপি অনুপাত বর্তমান বছরের ১৪.৫ শতাংশ থেকে ২০০৫-০৬ সালে ১৬.৪ শতাংশে উন্নীত করা হবে। ক্রমান্বয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে রাজস্ব/জিডিপির অনুপাত বর্তমান বছরে অর্জিত ১০.৪ শতাংশ থেকে ২০০৫-০৬ সালে ১২ শতাংশে উন্নীত করা হবে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৬ শতাংশ অতিক্রম করে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় সমষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা। বর্তমান সরকারের মূলনীতি হচ্ছে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রেখে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন। তাই সরকারের বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হবে। ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র নিরসনমূলক কর্মসূচীতে বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বেসরকারি খাতের অগ্রণী ভূমিকা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এই তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনার প্রথম বছর হবে ২০০৩-০৪ অর্থ বছর। তাই ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

১০। আমাদের বন্ধুপ্রতিম উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং দেশসমূহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং দারিদ্র নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। আমি মহান সংসদকে আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, আমাদের নিজস্ব উদ্যোগে প্রণীত এই তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং দেশসমূহ আমাদের সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেছে। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামে তাঁরা উল্লেখ করেছেন "The Government's poverty reduction strategy was a sound basis for enhanced future cooperation between the Government and the Development Partners" (সরকারের দারিদ্র নিরসন কৌশল উন্নয়ন সহযোগীগণ এবং সরকারের মধ্যে ভবিষ্যতে বর্ধিত সহযোগিতার দৃঢ় ভিত্তি হবে)। আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচি যতটুকু সম্ভব নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে বর্ধিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য দ্রুত অর্জনের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশসমূহের অধিকতর সহায়তা যথেষ্ট সহায়ক হবে।

Aর্থনীতির সাম্প্রতিক ধারা

জনাব ¯úxKvi,

১১। Awg GLb 2002-03 A_ eQ‡ii evsjv‡`‡ki A_bxwZi †gŠj wfwËmgn (Fundamentals) m¤ú‡K Av‡jvKcvZ Ki‡Z PvB| MZ A_ eQ‡i RvZxq Drcv`b ew× †c‡qwQj 4.4 kZvsk| PjwZ A_ eQ‡i G nvi cvq GK kZvsk ew×

†c‡q `vov‡e 5.3 kZvs‡k| KwI‡Z cew× NU‡e 4 kZvsk Ges wk‡í 6.6 kZvsk| gj¨ùxwZ‡K w¯'wZkxj ivLv, e¨w³LvZ wewb‡qvM Ae¨nZ ivLv Ges evsjv‡`k e¨vs‡Ki bxU ˆe‡`wkK m¤ú` ew×i j‡¶¨ miKvi w¯'wZkxj g`v bxwZ AbmiY Ki‡Q| চলতি অর্থ বছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪.২ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকবে।

12। miKvi KZK h_vh_ ivR¯bxwZ, g`vbxwZ I A_‰bwZK Dbqb bxwZ Mn‡Yi d‡j MZ A_ eQ‡ii FYvZ¥K cew× KwU‡q D‡V gvP chš ißvbx ew× ‡c‡q‡Q 4.4 kZvsk| cevmx‡`i †cwiZ বৈদেশিক মুদ্রা ew× †c‡q‡Q Gwcj chš 24 kZvsk| d‡j ewYwR¨K fvimv‡g¨ PjwZ wnmv‡e (Current Account) Rvbqwi chš DØË n‡q‡Q 66 †KwU gwKb Wjvi Ges mwweK †jb‡`b fvimv‡g¨ (Overall Balance) DØË `wo‡q‡Q 8 †KwU gwKb Wjvi| পক্ষান্তরে, আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ A_ eQ‡i PjwZ wnmv‡e NvUwZ wQj 86 †KwU gwKb Wjvi| আমাদের ev¯em¤§Z Av_ ব্যবস্থাপনা নীতির d‡j PjwZ A_ eQ‡ii †g gv‡m ˆe‡`wkK wiRv‡fi cwigvY 200 †KwU gwKb Wjvi Qwo‡q hvq hv আমাদের ক্ষমতা গ্রহণের সময় wQj gvÎ 100 †KwU gwKb Wjvi|

জনাব স্পীকার,

১৩। পূর্ববর্তী মেয়াদে বিএনপি সরকারের অর্থনৈতিক উদারীকরণের অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে টাকার বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আমরা অনেকটা নমনীয় (Flexible) করেছিলাম। বহি:খাতকে (External Sector) আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে আমরা গত ৩১শে মে, ২০০৩ থেকে বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার পদ্ধতি চালু করেছি। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। আমি আনন্দের সাথে মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার প্রবর্তন করার পর টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল রয়েছে যা আমাদের সমষ্টিক অর্থনীতির দৃঢ় ভিত্তি এবং ভারসাম্যতার প্রমাণ বহন করে।

২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট

জনাব স্পীকার,

১৪। আমি এখন ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৩৩০৮৪ কোটি টাকা। জাতীয় রাজস্ব

বোর্ডের আওতাভুক্ত কর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি আদায় হওয়া সত্ত্বেও কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে কিছুটা ঘাটতির কারণে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩১১২০ কোটি টাকায় পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৩৯৭২ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫৩০৭ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি, বিভিন্ন বকেয়া পরিশোধ, মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষা খাত এবং ভিজিএফ সহ বিভিন্ন ত্রাণ কার্যক্রমের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং আবর্তক ব্যয় প্রকৃতির কিছু প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্তি-ইত্যাদি কারণে সংশোধিত বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে অনেক ধরনের আবর্তক ব্যয় যেমন, ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, গবেষণা কর্মসূচি ইত্যাদি উন্নয়ন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভবিষ্যতে এ সকল কর্মসূচির ব্যয় রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

জনাব স্পীকার,

১৫। আমাদের সরকার আর্থিক শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতায় বিশ্বাসী। তাই আর্থিক কোন দায়িত্বহীন কর্মকান্ড দ্বারা ভবিষ্যত সরকারের উপর লাগামহীন আর্থিক দায় চাপিয়ে দেয়া নীতি বহির্ভূত বলে আমরা মনে করি। অথচ, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, দায়িত্বহীন ও বিশৃঙ্খল আর্থিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিগত সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ভূমি উন্নয়ন কর, পানি ও পৌরকর বাবদ প্রচুর বিল বকেয়া রেখে যায়। তা ছাড়া, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বিল, সরকারি খামারসমূহের পশু খাদ্য, কয়েদিদের খোরাকি বিল, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বকেয়া বেতন ভাতা-ইত্যাদি বাবদও বিগত সরকারের আমলের প্রচুর অর্থ বকেয়া ছিল। আর্থিক শৃঙ্খলা পুন:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রমপুঞ্জীভূত এ সকল বকেয়া পরিশোধের জন্য চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা সংস্থান করতে হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

১৬। সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন এবং রাজস্ব সংস্কার কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বিবেচনায় রেখে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথমবারের মত বর্তমান সরকার কর্তৃক বাজেটের মধ্যবর্তী পর্যালোচনা করা হয় এবং এ পর্যালোচনার ফলাফল ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে প্রতিফলিত করা হয়েছে। মধ্যবর্তী পর্যালোচনার ভিত্তিতে চলতি অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির

অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ যাচাই বাছাই করে কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা দারিদ্র নিরসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়- এমন বেশ কিছু প্রকল্প বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার হ্রাস পেয়ে সংশোধিত বাজেটে ১৭১০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

জনাব স্পীকার,

১৭। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৬১৭১ কোটি টাকা। আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণ চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৬.২ শতাংশ বেশী প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৮৯৬৯ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় আগামী অর্থ বছরে প্রাক্কলিত রাজস্ব ব্যয় প্রায় ১৪.৫ শতাংশ বেশী। সরকারি অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও সংরক্ষণ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতাসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি-বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান, ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৪০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন এবং আবর্তক ব্যয় প্রকৃতির কতিপয় প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প উন্নয়ন বাজেটের পরিবর্তে অনুন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্তি- ইত্যাদি আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ। মূলত রাজস্ব বাজেটে প্রস্তাবিত ১৪.৫ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যে প্রায় ৭ শতাংশ হচ্ছে এই সকল কর্মসূচির কারণে।

জনাব স্পীকার,

১৮। আগামী অর্থ বছরের জন্য ২০৩০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব করছি। সরকার কর্তৃক প্রণীত তিন বছর মেয়াদি ‘‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন’’ পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র নিরসন সহায়ক কর্মসূচিসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কোন অননুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে অননুমোদিত প্রকল্প হিসাবে বর্তমানে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে যেসকল প্রকল্প তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে সেগুলো অনুমোদিত হওয়ার পর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আগামী অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এজাতীয় প্রকল্পসমূহের জন্য খাতওয়ারি থোক

অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ৪৯ শতাংশ নিজস্ব সম্পদ থেকে যোগান দেয়া হবে এবং ৫১ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য সূত্রে পাওয়া যাবে। রাজস্ব ব্যয়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়, নীট মূলধন ব্যয় এবং খাদ্য বাজেটের নীট ব্যয় নিয়ে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে সর্বসাকুল্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫১৯৮০ কোটি টাকা যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ১৮.৪ শতাংশ বেশী। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগ এবং অনুন্নয়ন বাজেটের এক তৃতীয়াংশের অধিক বরাদ্দ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র নিরসন কার্যক্রমসমূহের জন্য ব্যয়িত হবে। আগামী অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪.৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা:

জনাব স্পীকার,

১৯। আমরা শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করি। তাই আমাদের সরকারের অন্যান্য বছরের বাজেটের মত আগামী অর্থ বছরের বাজেটেও শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটে মোট ৬৭৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ২৩৬ কোটি টাকা বেশী এবং সর্বমোট রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ১৪ শতাংশ। এর ফলে শিক্ষা খাত বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাবে।

জনাব স্পীকার,

২০। আমরা প্রথম ১৯৯৩ সাল থেকে দেশের সকল এলাকায় অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করি এবং ঐ বছরই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু করি যা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিগত সরকারের দলীয়করণ সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির আওতায় খাদ্য বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম দেখা দেয়। এই অনিয়ম দূর করার লক্ষ্যে আমরা শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির পরিবর্তে সারাদেশ ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে উপবৃত্তি প্রদানের যুগান্তকারী কর্মসূচি চালু করেছি। বর্তমান অর্থ বছরে এই কর্মসূচির জন্য প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং ৫২ লক্ষ দরিদ্র পরিবার সরাসরি উপকৃত হবে। Millenium Development Goal অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি ভবিষ্যতে যত দিন প্রয়োজন অব্যাহত

রাখা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তির অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা মাতাকে প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে।

জনাব স্পীকার,

২১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬০ শতাংশ শিক্ষক পদে মহিলাদের নিয়োগের সিদ্ধান্তও নব্বই দশকের শুরুতে আমরাই গ্রহণ করেছিলাম। যার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে মহিলাদের হার ইতোমধ্যে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক স্বল্পতা দূর করার লক্ষ্যে সম্প্রতি রাজস্ব খাতে ২৩০৬ জন প্রধান শিক্ষক এবং প্রায় ১৫,৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়া উন্নয়ন খাতে আরো প্রায় ৫,৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে ২ ও ৩ শিক্ষক বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যলয়গুলোর জন্য নবসৃষ্ট ৪০১৭ টি সহকারী শিক্ষক পদ শীঘ্রই পূরণ করা হবে।

২২। দলীয়করণ ও দুর্নীতির কারণে বিগত সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময় মত পাঠ্য বই তুলে দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। আমরা সকল অনিয়ম দূর করে যথা সময়ে পাঠ্য বই সরবরাহ নিশ্চিত করেছি। চলতি শিক্ষা বর্ষের ১লা জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়েছেন।

২৩। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের কারণে উন্নয়ন সহযোগীগণও এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে অকুণ্ঠ সহায়তা প্রদানে এগিয়ে এসেছেন। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে Programme Approach ভিত্তিক ছয় বছর মেয়াদি একটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ১১টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এই কর্মসূচির জন্য ৬১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এই কর্মসূচিতে আমাদের নিজস্ব সম্পদ থেকে ১২৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ যোগান দেয়া হবে।

জনাব স্পীকার,

২৪। বিগত সরকারের আমলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বিচারে অনেক বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের এক জন শিক্ষার্থীও পাবলিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারছে না। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০০২ সালে

এসএসসি/এইচএসসিসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় মোট ১৩৯৪টি এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশের হার ছিল শূন্য। অথচ এই ১৩৯৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাবদ সরকারের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৬৮ কোটি টাকার উপর। জনগণের করের অর্থ অপচয়ের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই অবস্থার নিরসন করে শিক্ষা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষার সকল স্তরের মানোন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পাঠ্যসূচির সংস্কার ও অধিক হারে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। একটি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কর্তৃপক্ষ গঠন, পৃথক পাঠ্যক্রম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তিনটি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যলয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কম্পিউটার শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

জনাব স্পীকার,

২৫। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের আমলে প্রবর্তিত ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচি আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ ও সকল ছাত্রীকে বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মেয়েদেরকে বই কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে পরীক্ষার ফি প্রদানের জন্য অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে ‘এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন’ স্থাপিত হতে চলেছে।

২৬। এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদানের জন্য পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের আমলে ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত তহবিলে ২৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিগত আওয়ামী লীগ সরকার এ তহবিলে কোন অর্থ প্রদান করেনি। উক্ত তহবিল ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে ৪০ কোটি টাকা এবং আগামী অর্থ বছরে অবশিষ্ট অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য:

জনাব স্পীকার,

২৭। স্বাস্থ্য খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও জনসংখ্যা খাতের বিভিন্ন সূচক যথা- প্রজনন হার হ্রাস, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, টিবি ও এইডসসহ অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্থ ও সবল জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সার্বিক দারিদ্র বিমোচন কর্মকাণ্ডকে বেগবান করা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য।

২৮। বিগত সরকারের আমলে গৃহীত পাঁচ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি এ বছরের ৩০ জুন সমাপ্ত হবে। মূলত অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে এই কর্মসূচি থেকে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায়নি। তাই এই কর্মসূচি যথাযথভাবে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে এইচপিএসপি কর্মসূচির মূল্যায়ন করে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতা, সেবা প্রদানকারী, পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্য, জনপ্রতিনিধি, দাতা সংস্থা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে ৩ বছর মেয়াদি স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (এইচএনপিএসপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে উন্নয়ন সহযোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার তাঁদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন ২০০৩ সালের ১লা জুলাই হতে শুরু হবে। জনগণের অপুষ্টি সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ৬৪১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত 'জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত সরকারের আমলে সৃষ্ট জটিলতার অবসান করে আমরা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে শুরু করেছি। স্বাস্থ্য খাতের সকল শূন্য পদ দ্রুততার সাথে পর্যায়ক্রমে পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫২৭ জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আরো ১৭৩৩ জন চিকিৎসক শীঘ্রই নিয়োগ দেয়া হবে। এছাড়া ১৫০০ নার্স, ৩০০০ স্বাস্থ্য সহকারী ও ৬৩২টি মেডিক্যাল টেকনোলজিষ্ট পদ পূরণের প্রক্রিয়া চলছে।

২৯। আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শয্যা বৃদ্ধি করেছি এবং রোগীদের সুবিধার্থে ১৭৩টি এ্যাম্বুলেন্স সহ বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছি। বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ৬০০ শয্যা বিশিষ্ট দ্বিতীয় ইউনিট নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতাল সমূহের জন্য সরকারী অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে আগামী ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৫৫.০০ কোটি টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। স্বাস্থ্য খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ২৭৯৭ কোটি টাকা এবং ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে ২৯২২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন

কৃষি:

জনাব স্পীকার,

৩০। সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনে কৃষির গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান সরকার কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরার বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসল বৈচিত্রকরণ (Crop Diversification), কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং কৃষিকে জীবনধারণ পর্যায় (Subsistence level) থেকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে (Commercial level) উন্নীত করার জন্য বর্তমান জোট সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, দেশের উত্তরাঞ্চলে বরেন্দ্রভূমির উন্নয়নে ১৯৯২ সন থেকে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সমন্বিত এলাকা উন্নয়নমূলক কার্যাদি বাস্তবায়ন করছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের প্রকল্পসমূহ একীভূতকরণের সিদ্ধান্তের ফলে এ এলাকা উন্নয়নের যে গতিধারা আমরা সৃষ্টি করেছিলাম তা বিঘ্নিত হয়। আমরা নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাসহ বরেন্দ্র এলাকার সমন্বিত উন্নয়নের নবদিগন্ত সূচনা করেছি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ৭৫৭ কোটি টাকা এবং আগামী ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৯৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১। বিগত সরকার কর্তৃক প্রণীত শেষ বাজেট অর্থাৎ ২০০১-০২ অর্থ বছরের বাজেটে **কৃষি ভর্তুকি** বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০০ কোটি টাকা। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছি। কৃষি খাতে ভর্তুকি কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে এ বাবদ বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এ ছাড়াও কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২। একটি সুষম ও সমন্বিত নীতির ভিত্তিতে দেশের পানি সম্পদের সর্বোত্তম ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ:

জনাব স্পীকার,

৩৩। বিএনপি সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে এ দেশে এক নীরব বিপ্লবের সূচনা হয়। বর্তমানে দেশে যে অসংখ্য হাঁস- মুরগি খামার, দুগ্ধ খামার, গরু-ছাগল পালন খামার, মৎস খামার এবং হ্যাচারি দেখা যায় তা মূলত আমাদের প্রচেষ্টারই ফসল। এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের পূর্ববর্তী মেয়াদে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদানের ফলে দুধের উৎপাদন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং গুড়ো দুধের আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। একই ধরণের সহায়তা আমরা ভবিষ্যতেও প্রদান করব। মৎস্য ও পশুপালন খাতের অন্যান্য উপ খাতের উন্নয়নের জন্যও আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সামাজিক নিরাপত্তা:

জনাব স্পীকার,

৩৪। সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণসহ সম্ভব সবকিছু করতে আমরা বদ্ধপরিকর। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভূক্ত বিভিন্ন কর্মসূচি দ্রুত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অভিপ্রায় সমাজের বয়োবৃদ্ধ, দরিদ্র এবং অসহায় জনগণের প্রতি তাঁর বিশেষ মমত্ববোধের পরিচায়ক। বিগত সরকারের আমলে **বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি**র আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ১০০ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ১৫ হাজার। ইতোমধ্যে আমরা এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ১২৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষে উন্নীত করেছি। আগামী ১লা জুলাই থেকে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে ১৫০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০ লক্ষে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির এই সম্প্রসারণের ফলে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে এ বাবদ মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১০৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

৩৫। বিগত সরকারের আমলে **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি**র আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ছিল ১০০ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ ৮ হাজার। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির ন্যায়

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ১০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১২৫ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজারে উন্নীত করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে ১২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকায় উন্নীত করা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করে ৫ লক্ষে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে এ বাবদ অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে এবং মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯০ কোটি টাকায়। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচিটি বর্তমানে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচিটি প্রত্যক্ষভাবে নারী কল্যাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আগামী অর্থ বছর হতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৩৬। বর্তমান জোট সরকার এসিড নিক্ষেপের ফলে নির্যাতিতা মহিলাদের দু:খ-কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে **''এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন'' তহবিল** এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্যকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে **''প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা'' তহবিল** চালু করেছে এবং চলতি অর্থ বছরে এই তহবিলদ্বয়ে যথাক্রমে ১৫ কোটি টাকা এবং ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ''এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন'' তহবিলে আরো ২৫ কোটি টাকা এবং ''প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা'' তহবিলে আরো ৫০ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

পল্লী উন্নয়ন:

৩৭। চলতি ২০০২-০৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (কাবিখা), খয়রাতি সাহায্য, ভিজিএফ ও ভিজিডি বাবদ ১১০০ কোটি টাকা মূল্যের ৮ লক্ষ ৭ হাজার মেঃ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অপচয় রোধসহ সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের আংশিক নগদায়নের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। খাদ্য শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহের উন্নয়নের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা হবে। এ সকল খাতে বরাদ্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৩৮। বর্তমান সরকার দেশের পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আগামী ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে দারিদ্র

নিরসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পল্লী অঞ্চলে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ৪৩৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৭২০ কোটি টাকা বেশী। জাতীয় উন্নয়নে যুব সমাজকে সম্পৃক্তকরণ এবং এদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদেরকে আত্ম কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করছে। গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন, গৃহহীন ও দু:স্থ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চলতি ২০০২-০৩ অর্থ বছর থেকে আবাসন প্রকল্প কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৬৫ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য বাসস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের প্রায় ৪৪৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

জনাব স্পীকার,

৩৯। চলমান ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসাবে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ঋণ তহবিল বাবদ মোট ৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। রাজস্ব বাজেটে এই প্রথম ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই অর্থের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুকূলে ২০০ কোটি টাকা, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৩০ কোটি টাকা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জন্য ২৫ কোটি টাকা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২৫ কোটি টাকা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১৫ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। বেকার যুবক ও যুবমহিলা, ক্ষুদ্র কৃষক, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা এবং বিত্তহীন মহিলাদেরকে এসব কর্মসুচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হবে। এ ছাড়াও ছোট ছোট এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিকে আরো বেগবান করার জন্য প্রস্তাবিত একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে সরকার থেকে ৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। দারিদ্র নিরসনে বেসরকারি উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। এক্ষেত্রে তাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান যাতে উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পায় সে উদ্দেশ্যে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

নারী উন্নয়ন:

জনাব স্পীকার,

৪০। নারীসমাজ যাতে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেন এবং সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল যাতে সমানভাবে তাঁদের কাছেও পৌছায় আমরা তা

নিশ্চিত করতে চাই। ভিজিডি কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশু দিবা যত্ন কর্মসূচীসহ নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক সকল কর্মসূচিকে সম্প্রসারিত ও জোরদার করার এবং আরও নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের নারী সমাজকে উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলাদের জন্য ঢাকায় একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে। এছাড়াও ৫টি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো

জ্বালানী:

জনাব স্পীকার,

৪১। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানির শতকরা ৭০ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ হয়। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দেশের উত্তোলনযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের পরিমাণ প্রায় ১৬ টিসিএফ। এছাড়া অনাবিষ্কৃত মজুদের পরিমাণ ৫০ শতাংশ সম্ভাবনার ভিত্তিতে প্রায় ৪২ টিসিএফ। দেশ ও জনগণের স্বার্থে সরকার প্রকৃত মজুদের ভিত্তিতে গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহারকল্পে বাস্তবমুখী কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে জ্বালানি ও গ্যাস খাতে দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষা করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকার বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ২০০৩ পাস করা হয়েছে ।

বিদ্যুৎ:

জনাব স্পীকার,

৪২। বিদ্যুৎকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যমান উৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যবস্থার সংস্কার এবং নতুন সঞ্চালন এবং বিতরণ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা অত্যধিক পুঁজি-নির্ভর বিধায় সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে এবং যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি খাতে ১৪২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ ২১০ মেগাওয়াট

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট) চলতি বছরের আগষ্ট মাসে চালু হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৩শে এপ্রিল বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কয়লা উত্তোলনের কাজ উদ্বোধন করেছেন । এ কয়লাখনি হতে উত্তোলিত কয়লার সিংহভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে ব্যয় করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বড়পুকুরিয়ায় ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। দেশের সার্বিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ খাতে ২০০৩ - ২০০৪ সালের উন্নয়ন বাজেটে ৪০৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা ২০০২-০৩ অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় ১২১৮ কোটি টাকা বেশী এবং মোট উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ২০ শতাংশ।

সড়ক:

জনাব স্পীকার,

৪৩। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতার পর সারা দেশে শত শত কিলোমিটার জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক ও ফিডার রোড নির্মিত হয়েছে। এখন নতুন সড়ক/মহা সড়ক নির্মাণের চেয়ে ইতোমধ্যে নির্মিত সড়ক/মহাসড়ক, সেতু ও কালভার্ট সমূহের নিয়মিত মেরামত ও সুষ্ঠু সংরক্ষণের উপর আমাদের বেশী গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। আমরা ইতোমধ্যে সড়ক/মহাসড়ক, - সেতু ও কালভার্টসমূহের সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি রোডফান্ড (Road Fund) গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। BOT ভিত্তিতে সড়ক নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত কাজে অংশ গ্রহণের জন্য বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪৪। পদ্মা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের জন্য সরকার ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জাপানি কারিগরি দল চলতি বছরেই এ সেতু প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষার কাজ শুরু করবে। ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মুক্তারপুর সেতু, ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে ২য় শীতলক্ষ্যা সেতু এবং ৩য় বুড়িগঙ্গা সেতু নির্মাণ করা হবে। চট্টগ্রাম মহানগরীর সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর উপর ৩য় কর্ণফূলী সেতু নির্মাণ করা হবে। দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ - ২০০৪ সালের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে এ খাতে ৩১৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি ।

রেলওয়ে:

জনাব স্পীকার,

৪৫। বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গোটা দেশব্যাপী বিস্তৃত থাকলেও সাম্প্রতিক বছরসমূহে এ খাতে তেমন কোন বিনিয়োগ হয়নি । ফলে রেলওয়ে লোকোমোটিভ,

ওয়াগন, রেলওয়ে ট্র্যাক ইত্যাদি প্রায় সকল ক্ষেত্রে দৈন্যদশা পরিলক্ষিত হয়। অথচ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে রেলওয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। রেলওয়ের জন্য নতুন কোচ সংগ্রহ, রেল লাইন সংস্কার, রেল ষ্টেশন সমূহের মেরামত ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকার দেশের অন্যতম প্রধান পরিবহন মাধ্যম বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি কর্পোরেট সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এতে করে রেলওয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্তকরণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে গতিশীলতা আসবে। অদূর ভবিষ্যতে রেলওয়ে একটি স্বাবলম্বী, দক্ষ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। যমুনা সেতুর উপর দিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাজশাহী-ঢাকা এবং খুলনা-ঢাকা ট্রেন চলাচল চলতি মাসেই চালু হতে যাচ্ছে। এতে দেশের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের দীর্ঘ দিনের লালিত প্রত্যাশা পূরণ হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ১৩৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি ।

নৌ ও বিমান পরিবহন:

৪৬। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌ -পথের গুরুত্বও অপরিসীম। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মোট মালামালের ৩০ শতাংশ এবং মোট যাত্রীর ১৩ শতাংশ পরিবাহিত হয়ে থাকে। নৌপথসমূহের নাব্যতাবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে নৌপরিবহন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বর্তমান সরকার বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যেও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ইতোমধ্যে শাহ আমানত বিমান বন্দর থেকে ৩টি বিদেশী এয়ারলাইনস অপারেট করছে।

টেলিযোগাযোগ:

জনাব স্পীকার,

৪৭। বর্তমান সরকার দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করাসহ এ খাতকে আরো অধিক প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধীনে ‘‘বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন’’ কাজ শুরু করেছে। রাজধানী ঢাকাসহ বড় শহরগুলোর বর্ধিত টেলিফোন চাহিদা মেটানোর জন্য ৫ লক্ষ ল্যান্ড টেলিফোন সংযোগ প্রদান এবং ১০ লক্ষ মোবাইল টেলিফোন সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে দু’টি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আছে। বিটিটিবির ইন্টারনেট সার্ভিস ইতোমধ্যে জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলা

সদরে সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ১১৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

তথ্য প্রযুক্তি:

জনাব স্পীকার,

৪৮। বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তি খাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের জন্য 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার কম্পিউটার শিক্ষাকে যথাযথ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় একটি করে স্কুল এবং একটি কলেজসহ মোট ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং পাঠ্যসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গাজীপুর জেলায় কালিয়াকৈর এ ২৬৫একর জমির উপর একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে।

মেরামত ও সংরক্ষণ:

জনাব স্পীকার,

৪৯। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহ যেমন, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ভবনাদি, সড়ক ও মহাসড়ক, সেতু প্রভৃতির ব্যবহারোপযোগিতা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে এ সকল অবকাঠামোর নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি উপেক্ষিত হওয়ায় এ সকল মূল্যবান অবকাঠামোর বিরাট ক্ষতি হয়েছে এবং স্থায়িত্ব হ্রাস পেয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা এ সকল অবকাঠামোর মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের জন্য বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেটে বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ১৫৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটের তুলনায় ৪৮ শতাংশ বেশী। ভবিষ্যতে আমাদের পরিকল্পনায় এ সকল অবকাঠামোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এ বাবদ বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা হবে।

পরিবেশ:

জনাব স্পীকার,

৫০। ভবিষ্যত প্রজন্মসহ আমাদের সকলের সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার কোন বিকল্প নেই। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের

২০ শতাংশ এলাকা বনায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা, বায়ু দূষণের জন্য দায়ী দুই-স্ট্রোক বিশিষ্ট থ্রি-হুইলার যানবাহনের চলাচল ১লা জানুয়ারী ২০০৩ হতে রাজধানীতে নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। যানবাহনে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি সিএনজি ব্যবহারের সুযোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিএনজি স্টেশন স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ দূষণজনিত অপরাধ দ্রুত বিচারকল্পে দেশে প্রথমবারের মত পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য

জনাব স্পীকার,

৫১। রপ্তানি খাতকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে নতুন পাঁচ বছর মেয়াদি রপ্তানি নীতি (২০০২-২০০৭) ঘোষণা করেছে। বর্তমানে সীমিত সংখ্যক রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আইসিটি সফটওয়্যার পণ্য, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং (অটো পার্টস ও বাইসাইকেলসহ), চামড়াজাত পণ্য ও উচ্চ মূল্যের তৈরী পোষাককে রপ্তানি নীতিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং নানাবিধ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই পণ্যসমূহের রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। সার্বিক রপ্তানি বাণিজ্য জোরদার করার লক্ষ্যে কয়েকটি বৈদেশিক মিশনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক শাখাসমূহের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সিডনি, প্যারিস, বার্লিন ও লস এঞ্জেলেস এ নতুন বাণিজ্যিক শাখা খোলা হয়েছে।

৫২। ২০০৫ সালের শুরু থেকে কোটা ব্যবস্থা রহিত হওয়ার পর দেশের তৈরি পোষাক রপ্তানি তথা এই খাতে কর্মসংস্থানের উপর কী রূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইতোমধ্যে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিশ্ববাজারে রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্প তাদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

জনাব স্পীকার,

৫৩। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসী বাংলাদেশীগণ যাতে সহজে ব্যাংকিং চ্যানেলে তাঁদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে

প্রেরণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশী ব্যাংক/এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা সহ বিভিন্ন incentive প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে গত বছর প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশী। বর্তমান বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ৩০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করি। প্রবাসী জনগণের কল্যাণার্থে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে প্রবাসীদের জন্য গৃহায়ন কমপ্লেক্স এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য গমনেচ্ছুদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আইটি সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী নির্বাচন, বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা নির্বিঘ্নে দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদনে সহায়তা প্রদান, বিদেশে যাওয়া-আসার সময় ঢাকায় নিরাপদে অবস্থানের জন্য হোষ্টেল কমপ্লেক্স স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জন প্রশাসন, নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা

জনাব স্পীকার,

৫৪। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনী অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশরক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, আইন শৃঙ্খলা উন্নয়ন ও জাতীয় নির্বাচনে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার মাধ্যমে জনগণের সেবা করছে। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমান সরকার প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এ উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৩৯৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতা এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ সম্ভাব্য প্রাপ্তি ৪৫৭ কোটি টাকা কর্তনের পর সরকারের নীট প্রতিরক্ষা ব্যয় দাড়াবে ৩৫৩৮ কোটি টাকা।

জনাব স্পীকার,

৫৫। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে গত অক্টোবর মাস থেকে ৩ মাসব্যাপী প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য, পুলিশ, বিডিআর ও আনসার সমন্বয়ে যৌথ অভিযান অপারশেন ক্লিন হার্ট পরিচালনা করা হয়। দেশের আপামর

জনগণ কর্তৃক এ অভিযান বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে এবং সন্ত্রাস নির্মূলে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অবিচল অঙ্গীকারের প্রতি জনগণের আস্থা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধের মামলা দ্রুত বিচারের জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া চাঞ্চল্যকর ও গুরুতর মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে মনিটরিং সেল গঠন করে মামলাগুলোর অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। দ্রুত বিচার আইনের আওতায় স্বল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি নৃশংস হত্যা মামলার বিচার ও অপরাধীদের কঠোর সাজা হওয়ায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৫৬। অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীকে আরো কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন ভাতা এবং পারিবারিক রেশনভোগীর সংখ্যা ইতোমধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে । এ বছর একটি আর্মড ব্যাটালিয়নসহ পুলিশ বাহিনীতে ৫৮১৩টি নূতন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পুলিশ সদস্যগণকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের জন্য অধিকসংখ্যক যানবাহন ক্রয় ও আবাসিক সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রাইফেলস এর দুইটি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃষ্টি করা হয়েছে। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কোষ্ট গার্ডের জন্য নতুন জলযান ক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেট হতে ১২২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ১৭৯১ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের মহল্লাদার ও দফাদারদের মাসিক বেতনের সরকারি অংশ যথাক্রমে ৩৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকা ও ৭০০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৫৭। চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শতবর্ষের পুরাতন বিচার ব্যবস্থায় যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা এড়ানোর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পাইলট প্রোগ্রামের আওতায় পারিবারিক আদালতসমূহে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পারিবারিক, বাণিজ্যিক ও দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি চালু করা হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রচলিত আইনে সংশোধনী আনা হবে। বিচার বিভাগ থেকে নির্বাহী বিভাগকে পৃথকীকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রপক্ষে ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় অধিকতর দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শীঘ্রই

একটি স্থায়ী পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া আদালতের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং আদালত ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির প্রচলনের লক্ষ্যে ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ''লিগ্যাল এন্ড জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং'' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

৫৮। দারিদ্র নিরসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অভীষ্ট লক্ষ্য দ্রুত অর্জনের জন্য দেশের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কার করে একটি আধুনিক, সেবাধর্মী এবং জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল প্রশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আমরা জোরদার করেছি। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি এবং অবশিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলছে। আমরা সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বেতনভাতা যুক্তিসঙ্গতভাবে পুন:নির্ধারণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করব। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় আপাতত আগামী ১লা জুলাই, ২০০৩ তারিখ হতে সকল সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ১০ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের প্রস্তাব করছি। এ বাবদ আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত খাত

জনাব ¯úxKvi,

59। ivóvqË Lv‡Z miKvix †jvKmvb Kgv‡bvi j‡¶¨ eZgvb miKvi hMvšKvix c`‡¶c MnY K‡i‡Q| djk“wZ‡Z B‡Zvg‡a¨ GB Lv‡Z mwPeK †jvKmvb K‡g‡Q 17 kZvsk Ges ivóvqË g¨vb‡dKPwis Lv‡Z 41 kZvsk Ges Avkv Kiv n‡”Q, PjwZ A_ eQ‡i G Lv‡Zi †jvKmvb K‡g G‡m `vov‡e RvZxq Av‡qi 0.4 kZvs‡k hv 1999-2000 A_ eQ‡i wQj RvZxq Av‡qi cvq 1 kZvsk| যে সকল লোকসানি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে পরিশোধ করা হয়েছে। যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে বেসরকারিকরণ বা সংস্কার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে সকল প্রতিষ্ঠানের ছাটাইকৃত শ্রমিক/কর্মচারীদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৬০। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পুঞ্জীভূত লোকসান, অব্যবস্থাপনা, আর্থিক সংকট, জনবলের আধিক্য ইত্যাদি সম্পর্কে সম্প্রতি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন তাঁদের অন্তর্বর্তীকালীন

প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ বন শিল্প কর্পোরেশনের অধীন ৩৩০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা সত্ত্বেও সে অনুপাতে উল্লিখিত কর্পোরেশনসমূহের প্রধান অফিসগুলির আকার এবং জনবল হ্রাস করা হয়নি। এই কর্পোরেশনগুলো কর্তৃক পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন ক্রমাগত লোকসানের ফলে সম্পূর্ণ নি:শেষিত হয়ে গেছে। চলতি মূলধনের তীব্র সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাংক ঋণের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এই ৫টি কর্পোরেশনের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০,৫০০ কোটি টাকা। ক্রমবর্ধমান ঋণ এবং বিপুল পরিমাণ পুঞ্জীভূত লোকসানের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কমিশন রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অলাভজনক বাণিজ্যিক কার্যক্রম দ্রুত সংকুচিত করতে এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেক্টরওয়ারি কর্পোরেশন অবলুপ্ত করে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা সৃষ্টির সুপারিশ করেছে। কমিশনের প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৌরসভা গঠনের আবশ্যিক শর্ত পূরণ না করে বহু পৌরসভা সৃষ্টি করা হয়েছে। অযৌক্তিকভাবে পৌরসভা সৃষ্টি না করা, সুস্পষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পৌরসভা সৃষ্টি করা এবং সরকারের উপর পৌরসভাসমূহের আর্থিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব সম্পদ আহরণ জোরদার করার জন্য প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের এ সকল সুপারিশ গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করে সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আর্থিক খাত ও বেসরকারী বিনিয়োগ

জনাব ¯úxKvi,

61। wekvq‡ni h‡M ce©× I `vwi` নিরসন নিশ্চিত Ki‡Z e¨w³ Lv‡Z †`kx I we‡`kx বিনিয়োগ e©×তে mnvqK Aww_K পরিমণ্ডল সRb Kiv Avek¨K| G j‡¶¨ eZgvb miKvi Ab¨vb¨ KgmfPi mv‡_ mgšq †i‡L e¨vswKs †m±i I Aww_K evRvi Dbq‡bi wbwg‡Ë m`icmvix ms¯‹vi KgmfPi mPbv K‡i‡Q| ইতোমধ্যে ôevsjv‡`k e¨vsK AWvi, 1972ô (Bangladesh Bank Order, 1972), evsjv‡`k e¨vsKm (b¨vkbvjvB‡Rkb) AWvi, 1972 (Bangladesh Banks (Nationalization) Order, 1972), I ôe¨vswKs †Kv¤úvwbi G¨v±, 1991ô (Banking Companies Act, 1991) এর c‡qvRbxq ms‡kvab Kiv n‡q‡Q| এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি

ব্যাংকিং খাতে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৬২। খেলাপি FY সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে miKvi GKwU D"Pক্ষমতা সম্পন্ন KwgwU MVb K‡iছে| GB KwgwUi mcwi‡ki wfwË‡Z সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী wKQ খেলাপি FY B‡Zvg‡a¨ gIKd I পুন:তফসিলিকরণ Kiv n‡q‡Q| ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণের লক্ষ্যে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ১৯৯০ রহিত করে নতুনভাবে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন ewYwR¨K e¨vsK I Aww_K cwZôv‡bi fwel¨‡Z খেলাপি FY e‡Üi j‡¶¨ evsjv‡`k e¨vsK GBme e¨vsK I Aww_ক cwZôvb cwiPvjbvi wbwg‡Ë mwe‡ePbvcmZ bxwZgvjv (Prudential Guidelines) cYqb K‡i‡Q| A‰ea I bxwZewnfZ আর্থিক †jb‡`b e‡Üi জন্য Ôgwb jÛwis wc‡fbkb G¨v±Õ (Money Laundering Prevention Act) - cYqb Kiv n‡q‡Q এবং GB AvBb‡K KvhKi Kivi j‡¶¨ †ek wKQ Uv¯‹‡dvm MVb Kiv n‡q‡Q| আর্থিক খাতের এ সকল সংস্কারের ফলে ধীরে ধীরে বিনিয়োগ সুদের হার কমে আসবে, বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পাবে। আমরা বিশ্বাস করি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ এবং আর্থিক খাতের সংস্কার শিল্পোন্নয়নে দেশী ও বিদেশী বেসরকারি বিনিয়োগকে আরো উৎসাহিত করবে।

৬৩। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালে শেয়ার বাজারে সংঘটিত জঘন্যতম কেলেঙ্কারির ফলে বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার বাজারের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন। জোট সরকার কর্তৃক গৃহীত বর্তমানে চলমান প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ফলে শেয়ার লেনদেনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শেয়ার বাজার পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। আর্থিক খাতে সরকারের সংস্কার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে তার ইতিবাচক প্রভাব পুঁজি বাজারেও সম্প্রসারিত হবে।

সুশাসন

জনাব স্পীকার,

৬৪। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের তিন বছর মেয়াদি ''অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন এবং সামাজিক উন্নয়ন'' পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সর্বক্ষেত্রে

সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ অপরিহার্য। এ বিশ্বাস আমাদের সকলের; সরকারের, জনগণের, এবং উন্নয়ন সহযোগীদের। এ ক্ষেত্রে সরকারের সদিচ্ছা আমরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রমাণ করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেছেন "We have made much progress during the last nineteen months....A number of development and governance problems are yet to be addressed. We have, therefore, to accomplish much more in the days ahead" (গত উনিশ মাসে আমরা অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছি...তবে উন্নয়ন ও শাসনব্যবস্থার আরো কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। কাজেই সামনের দিনগুলিতে আমাদেরকে আরো অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হবে)। আমাদের তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত সংস্কারের রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

৬৫। সরকার ইতোমধ্যে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সংক্রান্ত আইন সত্বর চূড়ান্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি উল্লেখযোগ্য সেক্টরে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সরকারের একক উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। আমরা আশা করি সকল রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকল বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী এবং সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গ সরকারের উদ্যোগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং দুর্নীতি দমনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে এগিয়ে আসবেন।

উন্নয়নে জনগণের অংশীদারিত্ব

জনাব স্পীকার,

৬৬। ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত তিন বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় সর্বস্তরের জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে আমি মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্যগণ, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সংগঠন, খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, এনজিও প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন পেশাজীবিদের সঙ্গে ব্যাপক মতবিনিময় করেছি। তাঁদের মূল্যবান মতামত আমি যতদূর সম্ভব প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতিফলিত করেছি এবং ভবিষ্যতেও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব।

বাজেট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করে যাঁরা আমাকে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নে আমাকে মূল্যবান দিকনির্দেশনা প্রদান করার জন্য।

জনাব স্পীকার,

৬৭। আমার বক্তব্যের প্রথম পর্ব শেষ করার পূর্বে আমি এই মহান সংসদকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি আমাদের পবিত্র অঙ্গীকার। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যার মাধ্যমে আমাদের এই পবিত্র অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় এবং একই সঙ্গে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এজন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টির এবং যথাযথ সংস্কারের। আমরা এই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ রেখেছি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তারই আঙ্গিকে এই বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে।

জনাব স্পীকার,

৬৮। অপরিসীম সম্ভাবনাময় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির সুপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার আমাদের ভবিষ্যতকে করবে অতি উজ্জ্বল এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার রয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ বিরল বীরত্ব ও দুর্বার সাহসের প্রমাণ রেখেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে, দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং দারিদ্রের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে। তাঁদের এই বলিষ্ঠ মনোবল এবং ভাগ্যোন্নয়নের অদম্য প্রচেষ্টা দেশের জন্য অমূল্য সম্পদ। আসুন আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে আমাদের বিশ্বাস, নীতি, পরিকল্পনা এবং প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করি। গড়ে তুলি ক্ষুধা, ভয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নমুক্ত বাংলাদেশ।